ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নিমতলী, চুড়িহাট্টা এবং অতঃপর:
পুরনো ঢাকার অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং করণীয়

মো. মোস্তফা কামাল

এ এস এম জুয়েল

৩ সেপ্টেম্বর ২০২০

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- আইনে অগ্নিকাণ্ড দুর্যোগ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত [দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২, ধারা ২(১১)(আ)]
- ঢাকা মহানগরীতে অগ্নিকাণ্ড একটি ভয়াবহ দুর্যোগ - ২০১৮ সালে পুরনো ঢাকার চারটি এলাকায় ৪৬৮টি অগ্নিকাণ্ড ঘটে
- অগ্নিকাণ্ডের প্রবণতা তুলনামূলক বেশি পুরনো ঢাকায় - সাম্প্রতিক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ড অন্যতম
    - ২০১০ সালের ৩ জুন রাতে নবাব কাটরার নিমতলীতে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার থেকে সূত্রপাত হওয়া আগুন দাহ্য রাসায়নিক পদার্থের গুদামে ছড়িয়ে পড়ার ফলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ১২৪ জনের মৃত্যু ও কয়েকশ জন আহত
    - ২০১৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে চকবাজারের চুড়িহাট্টার ওয়াহিদ ম্যানশনে দাহ্য রাসায়নিক পদার্থের গুদামের আগুনে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ৭০ জনের মৃত্যু ও কয়েকশ জন আহত
- প্রতিটি অগ্নিকাণ্ডের পর তদন্ত কমিটি, টাস্কফোর্স গঠন ও গঠিত কমিটি বা টাস্কফোর্সের সুপারিশ প্রদান
    - নিমতলী ট্রাজেডির পর তদন্ত কমিটি কর্তৃক ১৭ দফা সুপারিশ পেশ; উচ্চ আদালত কর্তৃক আদেশ জারি
    - ২০১১ সালে রাসায়নিক পল্লীর জন্য স্থান নির্ধারণ কমিটি এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক বাস্তবায়নকারী চিহ্নিত করাসহ সুপারিশ পেশ
    - চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর শিল্প মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন পেশ

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা ...

- গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী পুরনো ঢাকায় দাহ্য রাসায়নিক পদার্থের প্রায় ১৫ হাজার গুদামের উপস্থিতি
- চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ড নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি বলে অভিহিত - ২০১০ সালের নিমতলী ঘটনার শিক্ষা কতটুকু কাজে লাগানো হয়েছে তা নিয়ে গণমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনা
- জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অনুযায়ী দুর্যোগের কারণে নগরে মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা ও দুর্যোগ সহনশীল নগর নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ [অভীষ্ট ১১ - "অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা"]
- সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কী ধরনের ঘাটতির ফলে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে সে সম্পর্কে সুশাসনের আঙ্গিকে গভীর গবেষণার প্রয়োজনীয়তা থেকে এ গবেষণা সম্পন্ন

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

গবেষণার উদ্দেশ্য

পুরনো ঢাকায় অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং করণীয় চিহ্নিত করা

গবেষণার পরিধি

- অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান অংশীজনদের দায়িত্ব, সক্ষমতা ও কার্যক্রম
- বিভিন্ন অগ্নিকাণ্ডের পর গঠিত তদন্ত কমিটি ও আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি
- সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকের ভিত্তিতে (সক্ষমতা, সমন্বয়, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, অংশগ্রহণ, অনিয়ম ও দুর্নীতি) পুরনো ঢাকায় অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রমের পর্যালোচনা
- পুরনো ঢাকার আটটি থানার মধ্যে অগ্নি ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা (অপরিকল্পিত কাঠামো ও রাসায়নিক শিল্পভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড রয়েছে এমন লোকালয়) এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত

গবেষণা পদ্ধতি

- **এটি একটি গুণগত গবেষণা** - গুণবাচক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

উৎসের ধরন	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	সংশি-ষ্ট দপ্তরের (ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, রাজউক, ঢাকা জেলা প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর) কর্মকর্তা, নগর উন্নয়নবিদ, রাসায়নিক বিশেষজ্ঞ
	সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ	বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়া, দোকান মালিক ও কর্মচারী, মার্কেট মালিক ও সমিতির নেতা, দাহ্য রাসায়নিক পদার্থের কারখানা ও গুদাম মালিক, প্লাস্টিক কারখানার কর্মচারী
পরোক্ষ	সাহিত্য ও নথি পর্যালোচনা	প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ বিশ্লেষণ, সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা

- **তথ্য সংগ্রহের সময়: অক্টোবর ২০১৯ - আগস্ট ২০২০**

বিশ্লেণ্ঢষণ কাঠামো

নির্দেশক	অন্তর্ভুক্ত বিষয়
সক্ষমতা	আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, জনবল ও বাজেট
সমন্বয়	অংশীজনের সমন্বয়, তদন্ত কমিটি ও টাস্কফোর্স প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নে সমন্বয় ও ফলো-আপ, লাইসেন্স প্রদানে তথ্য বিনিময়, আইন প্রয়োগে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের মধ্যে সহযোগিতা
স্বচ্ছতা	ক্ষতিপূরণ প্রদানে স্বচ্ছতা, সুপারিশ বাস্তবায়ন সম্পর্কে তথ্যের উন্মুক্ততা
জবাবদিহিতা	তদারকি, ক্ষতিপূরণ প্রদান, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা
অংশগ্রহণ	স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ - ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, পরিকল্পনা ও কৌশল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সুপারিশ বাস্তবায়ন
অনিয়ম ও দুর্নীতি	লাইসেন্স প্রদান, সুপারিশ বাস্তবায়নে নিয়ম অনুসরণ, আদেশ প্রতিপালন

গবেষণার ফলাফল

পুরনো ঢাকার অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও তাদের দায়িত্ব

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি)	⓾ট্রেড লাইসেন্স প্রদান, অগ্নি ঝুঁকিসহ অন্যান্য সমস্যা চিহ্নিত করা, রাস্তাঘাট নির্মাণ
রাজউক	⓾ইমারত তৈরির নকশা অনুমোদন, পরিদর্শন ও তদারকি, অকুপেন্সি সার্টিফিকেট প্রদান
ঢাকা ওয়াসা	⓾ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন ও পানি সরবরাহ
শিল্প মন্ত্রণালয়	⓾অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ এবং স্থায়ী রাসায়নিক পল্লী স্থাপন
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	⓾অগ্নি-দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় কর্মসূচি গ্রহণ এবং দুর্ঘটনা পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন
ঢাকা জেলা প্রশাসন	⓾আবাসিক এলাকা থেকে কলকারখানা সরিয়ে দেওয়া
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	⓾কারখানা পরিদর্শন ও লাইসেন্স প্রদান; অতি ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা চিহ্নিতকরণ, সংস্কারের জন্য নোটিশ প্রদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ
বিস্ফোরক অধিদপ্তর	⓾বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ; রাসায়নিক পণ্য আমদানি, পরিবহন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা পরিদর্শন করে লাইসেন্স প্রদান
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	⓾অগ্নি প্রতিরোধ ও অগ্নি নির্বাপণ
পরিবেশ অধিদপ্তর	⓾কারখানা ও রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের গুদাম স্থাপনে পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান

পুরনো ঢাকার অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

- রাসায়নিকের গুদাম/কারখানা অপসারণের জন্য শ্যামপুর, টঙ্গী এবং মুন্সীগঞ্জে স্থান নির্ধারণ ২০১৯ সালে; শ্যামপুরে কাজ চলমান
- ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক পুরনো ঢাকার ঝুঁকিপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, মার্কেট, আবাসিক হোটেল, রেস্তোরাঁ ইত্যাদির পাশাপাশি প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম জলাধার চিহ্নিতকরণ
- ফায়ার সার্ভিস, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং বিস্ফোরক অধিদপ্তরের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি চলমান
- বিস্ফোরক অধিদপ্তর কর্তৃক দাহ্য রাসায়নিক পদার্থের তালিকা প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া চলমান
- কলকারখানা অধিদপ্তর কর্তৃক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন - চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ৪,০০৯টি ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা চিহ্নিতকরণ এবং এর মধ্যে ৬০০টির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের
- সংশ্লিষ্ট অংশীজন কর্তৃক দাহ্য রাসায়নিকের গুদাম বা কারখানা স্থাপনের জন্য লাইসেন্স প্রদান বন্ধ রাখা
- চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর টাস্কফোর্স কর্তৃক পুরনো ঢাকার ঝুঁকিপূর্ণ ১০০টির অধিক কারখানা বন্ধ করা

সক্ষমতা: সংশ্লিষ্ট আইন পর্যালোচনা

আইন	সীমাবদ্ধতা	প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ
ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮	• 'বহুতল ভবনের' উর্ধ্বসীমা দশতলা বা ৩৩ মিটারের উর্ধ্বে, যেখানে অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক • রাজউকের চাহিদা অনুযায়ী শুধু দশতলা বা ৩৩ মিটারের উর্ধ্বের ইমারতের নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিসের অনাপত্তিপত্র জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক	• দশতলার কম উচ্চতার ইমারত অগ্নি দুর্ঘটনার ঝুঁকিতে থেকে যাচ্ছে
	• ইমারতের নকশা অনুমোদনের আবেদনে অগ্নি নিরাপত্তা নকশা ও কাঠামোগত নকশা জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই	• অগ্নি নিরাপত্তার বিষয় এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি অবহেলিত থেকে যাচ্ছে
ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ এবং ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮	• ভবন নির্মাণ ও এর বৈধ ব্যবহার নিশ্চিতে রাজউক কর্তৃক তদারকি/পরিদর্শনের নির্দেশনা নেই	• দায়িত্বে অবহেলার কারণে রাজউক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় না

সক্ষমতা: সংশ্লিষ্ট আইন পর্যালোচনা ...

আইন	সীমাবদ্ধতা	প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ
এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ এবং বিধিমালা, ২০০৪	• এসিড পরিবহনের জন্য বিশেষায়িত যানবাহন ব্যবহারের বাধ্যবাধকতার উল্লেখ নেই	• যে কোনো যানবাহনে এসিড বহন করা বিপদজনক এবং অগ্নি দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ায়
শ্রম আইন, ২০০৬	• প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের শিকার হলে ক্ষতিপূরণ পরিমাণ যথাক্রমে ২,০০,০০০ ও ২,৫০,০০০ টাকা	• প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অপর্যাপ্ত
বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫	• গুদাম বা কারখানার পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না থাকলে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়া এখতিয়ার আইনে দেওয়া নেই	• অবৈধ ও ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা

সক্ষমতা: সংশ্লিষ্ট আইন পর্যালোচনা ...

আইনের ঘাটতি	উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ
• ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা ২০০৮, অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন ২০০৩ এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড ২০০৬ ভিন্ন ভিন্ন সীমার ভবনকে 'বহুতল ভবন' হিসেবে গণ্য	• অগ্নি নিরাপত্তার বিষয়ে সংশ্লি- ষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে দায় এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা
• দাহ্য রাসায়নিক ও দাহ্য রাসায়নিক সম্পৃক্ত দ্রব্যের ব্যবসার ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে আশেপাশের হোল্ডিং মালিকদের অনাপত্তিপত্র, ফায়ার সার্ভিস ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র, কারখানা লিমিটেড হলে ইন-কর্পোরেট সার্টিফিকেট, বিধিবিধান মেনে চলার ব্যাপারে অঙ্গীকারনামার সুপারিশ • দাহ্য রাসায়নিক পদার্থের লাইসেন্স প্রদানের জন্য একটি 'ইউনিক অথরিটি' গঠনের প্রস্তাব; জেলা প্রশাসনকে 'ইউনিক অথরিটি' হিসেবে গঠনের প্রস্তাব [মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (কর) বিধিমালা, ১৯৮৬]	• দাহ্য রাসায়নিক ও লাইসেন্স সংক্রান্ত বিষয় বিধিবিধানে এখনো অন্তর্ভুক্ত না করার কারণে ঝুঁকি অব্যাহত
• গুদামজাত করা, পাইকারি, খুচরা ও শিল্পে ব্যবহারের জন্য কী পরিমাণ দাহ্য রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণ করা যাবে তার কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এখনো প্রণীত হয় নি	• রাসায়নিক দ্রব্যের যথেচ্ছ ব্যবহার অব্যাহত

সক্ষমতা: সংশ্লিষ্ট আইন পর্যালোচনা ...

আইনের ঘাটতি	উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ
• দুর্ঘটনা রোধে ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করতে সরাসরি আইন প্রয়োগের ক্ষমতা কলকারখানা অধিদপ্তরের নেই; আইন লঙ্ঘন হলে কেবলমাত্র শ্রম আদালতে মামলা করতে পারে • প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের শিকার হলে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের কোনো দিক-নির্দেশনা নেই • অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার শিকার হলে তাদের প্রদেয় ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে উল্লেখ নেই (শ্রম আইন, ২০০৬)	• ঝুঁকিপূর্ণ কারখানার কার্যক্রম অব্যাহত • কোনো মানদণ্ড অনুসৃত হয় না বলে অপর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ • অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ উপেক্ষিত
• কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেশগত দূষণ বন্ধে দ্রুততম সময়ে পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে আইনে উল্লেখ নেই (বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫)	• দূষণ সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা

সক্ষমতা ...

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

- উঁচু ভবন থেকে উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের প্রয়োজনীয় যানবাহন ও সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে

তদন্ত কমিটি ও টাস্কফোর্স প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নে অংশীজনের সক্ষমতার ঘাটতি

- জাতীয় পর্যায়ে একটি টাস্কফোর্স গঠনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয় নি
- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সকল কমিউনিটি সেন্টারে নিজস্ব অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পরিকল্পনার ঘাটতি; চুড়িহাট্টা অগ্নিকান্ডের পর একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলেও তা এখনো বাস্তবায়ন করা হয় নি
- গুরুত্ব না দেওয়া ও পরিকল্পনাহীনতার কারণে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক স্বতন্ত্র ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন করা হয় নি
- রাজউকের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে ভবন নির্মাণে বিদ্যমান বিধি-বিধানের কঠোর প্রয়োগে ঘাটতি
- এক হাজারের ওপর দাহ্য রাসায়নিক পদার্থ থাকলেও পুরনো ঢাকায় কোন রাসায়নিক পদার্থ কী পরিমাণে আছে সে বিষয়ে সংশ্লি- ষ্ট অংশীজনের কাছে কোনো ডাটাবেজ নেই
- লাইসেন্স ছাড়া বা লাইসেন্সের মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া দাহ্য রাসায়নিকের ব্যবসা, গুদাম, কারখানার বিরুদ্ধে নিয়মিত ও পরিকল্পিত তদারকির ক্ষেত্রে সক্ষমতার ঘাটতি

সক্ষমতা ...

তদন্ত কমিটি ও টাস্কফোর্স প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নে সক্ষমতার ঘাটতি...

- নিয়মিত ও পরিকল্পিতভাবে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার পরীক্ষার ক্ষেত্রে সক্ষমতার ঘাটতি - বিদ্যুৎ অফিসে যোগাযোগ করলেই কেবল ট্রান্সফর্মার পরীক্ষা

জনবল ও বাজেট ঘাটতি

- ঢাকা শহরে পরিবেশ আদালত পরিচালনার জন্য জনবল ও পরিবহনের ঘাটতি (ছয়জন ও একটি গাড়ি) - যথাসময়ে তদন্ত শেষ করে প্রতিবেদন জমা না দেওয়ার ফলে মামলায় দীর্ঘসূত্রতা
- কাজের পরিধি বৃদ্ধি পেলেও ডিএসসিসি'র ১৯৯০ সালের অর্গানোগ্রাম থেকে ২০১৯ সালে নগর পরিকল্পনা ও রাজস্ব বিভাগে জনবল হ্রাস (২৮.৩% শূন্য পদ)
- রাজউক, কলকারখানা অধিদপ্তর এবং বিস্ফোরক অধিদপ্তরে পরিদর্শকের ঘাটতি
- দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১৯-এ অগ্নিকাণ্ড ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের উল্লেখ থাকলেও তথ্য সংগ্রহের সময় পর্যন্ত অগ্নি-দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় কোন কর্মসূচি বা বাজেট বরাদ্দ নেই

তদন্ত কমিটি ও টাস্কফোর্স প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নে সমন্বয়ের ঘাটতি

- অপর্যাপ্ত ও অপ্রশস্ত রাস্তা প্রশস্তকরণে রাজউকের সাথে সমন্বয় করে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক উদ্যোগের ঘাটতি
- শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সুপারিশ প্রেরণ ও দীর্ঘ বিরতিতে সভা আয়োজনের মধ্যে সমন্বয় কার্যক্রম সীমাবদ্ধ; বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য ব্যবস্থাপনার ঘাটতি
- অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষের সমন্বিত উদ্যোগের ঘাটতি - পুরানো ঢাকা সরু রাস্তা ও অলি-গলি অধ্যুষিত এলাকা, ফায়ার হাইড্রেন্ট ও জলাধারের অভাবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের বর্ধিত সক্ষমতা কাজে লাগানো দুরূহ
- বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কমিটি ও সংস্থার ভিন্ন ভিন্ন সুপারিশের ফলে রাসায়নিক পল্লীর জন্য স্থান নির্ধারণে দীর্ঘসূত্রতা
  - স্থান নির্ধারণ কমিটি - কেরানীগঞ্জের সোনাকান্দায় স্থান নির্ধারণ (১৬ আগস্ট ২০১১)
  - পরিকল্পনা কমিশনের সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটি - কেরানীগঞ্জের ব্রাহ্মণকৃত্তায় পল্লী স্থাপনের সুপারিশ; একনেক কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদন (৩০ অক্টোবর ২০১৮)
  - সবশেষে কম জনবহুল মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানে রাসায়নিক পল্লী স্থাপনের সিদ্ধান্তে প্রকল্প অনুমোদন
- টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক বাস্তবায়নকারী চিহ্নিত করে সুপারিশকৃত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা ও দীর্ঘসূত্রতা

সমন্বয় ...

তদন্ত কমিটি ও টাস্কফোর্স প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নে সমন্বয়ের ঘাটতি ...

- ভিন্ন ভিন্ন দপ্তর ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন, ভূমি অধিগ্রহণ ও স্থানান্তরের জন্য জায়গা প্রস্তুতির দায়িত্বপ্রাপ্ত; যা সম্পন্ন না হওয়ায় সিটি কর্পোরেশন অগ্নি-দুর্ঘটনা প্রতিরোধমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন
- লাইসেন্সহীন প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনায় বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি
- চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর গঠিত তদন্ত কমিটিতে পরিবেশ অধিদপ্তরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি
- রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সুপারিশ সত্ত্বেও নির্মাণাধীন শ্যামপুর অস্থায়ী গুদাম প্রকল্পে ইটিপি স্থাপন করা হয় নি এবং টঙ্গী প্রকল্পে পরিবেশ আইন অমান্য করে পুকুর ভরাটের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে
- রাজউক কর্তৃক অবৈধ বা অননুমোদিত ভবনের সেবা সংযোগ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সংশ্লি- ষ্ট কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করা হলেও অনেকসময় সেবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় না বা অবৈধভাবে এসব ভবনে পুনঃসংযোগ দেওয়া হয়
- বিস্ফোরক অধিদপ্তর কর্তৃক রাসায়নিকের তালিকা তৈরির কাজে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি
- অবৈধ নির্মাণ কাজ স্থগিত করতে রাজউক-এর কখনো কখনো স্থানীয় থানার সহযোগিতা না পাওয়া; এক্ষেত্রে স্থানীয় থানা শুধু পরিদর্শন করে

ক্ষতিপূরণ প্রদানে স্বচ্ছতার ঘাটতি

- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা পরিবার কোনো ধরনের বা পরিমাণের ক্ষতিপূরণ কেন পেয়েছেন বা পাননি সে সম্পর্কে অবগত নন
- প্রায় একই ধরনের ক্ষয়ক্ষতির শিকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ বা ধরনের ক্ষতিপূরণ প্রদান
- এর বিপরীতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ক্ষয়ক্ষতির শিকার হলেও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে একই পরিমাণ বা ধরনের ক্ষতিপূরণ প্রদান; ক্ষেত্র বিশেষে কোনো ক্ষতিপূরণ না দেওয়া

"ক্ষতিপূরণ হিসেবে সিটি কর্পোরেশন আমাকে দুই লাখ টাকা অথবা চাকুরির যেকোন একটা বেছে নিতে বলে। আমি চাকুরি চেয়েছিলাম। ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে বর্জ্য বিভাগে ময়লা পরিষ্কারের চাকুরি দিয়েছে। এই চাকুরি না নিয়ে অন্য কোন চাকুরি দেয়ার অনুরোধ করেছি, ৬ মাসেও কোন জবাব পাই নি। এখন আমার কাছে কোন চাকুরিও নেই, টাকাও নেই।"

- একজন ভুক্তভোগী

স্বচ্ছতা ...

সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতি

- লাইসেন্স ছাড়া কতগুলো রাসায়নিক গুদাম, কারখানা ও দোকান পরিচালিত হয় সে তথ্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছে নেই - যারা নিজ উদ্যোগে লাইসেন্স নেয় প্রতিটি কর্তৃপক্ষ শুধু তাদের সম্পর্কে ধারণা রাখে
- সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে তথ্যের উন্মুক্ততায় অনীহা
  - স্থানীয় বাসিন্দারা এলাকায় অবস্থিত রাসায়নিকের গুদাম, কারখানা ও দোকানের বৈধতা সম্পর্কে সংশ্লি- ষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে জানতে চাইলেও তথ্য দেওয়া হয় না
  - রাসায়নিক আমদানির সময় পণ্যের ধরন ও পরিমাণ সংক্রান্ত সঠিক তথ্য উল্লেখ করা হয় না; ফলে কী পরিমাণ রাসায়নিক আমদানি করা হয় সে সম্পর্কে পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায় না

জবাবদিহিতা

ভবনের ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবহার রোধে তদারকির ঘাটতি

- বন্ধ করে দেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা পুনরায় চালু করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে টাস্কফোর্সের ফলো-আপে ঘাটতি
- রাজউকের দায়িত্বে অবহেলা
  - একই ভবনের আবাসিক ও বাণিজ্যিক ব্যবহার
  - বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত অংশের বেশিরভাগই দাহ্য পদার্থের গুদাম ও বিভিন্ন পণ্য তৈরির কারখানা থাকলেও রাজউক গঠনের পূর্বে নির্মিত ভবন ও এর ব্যবহারের বিষয়ে তাদের দায়িত্ব নেই বলে দাবি
  - আবার অনুমোদিত ভবন কী কাজে ব্যবহৃত হয় রাজউক তা পরিদর্শন করে না

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থায় ঘাটতি

- ইমেইল, ফোন ও ডাকযোগে অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা বিদ্যমান; নিরাপত্তাহীনতার কারণে স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকে অবৈধ বা ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা বা গুদাম নিয়ে অভিযোগ জানানো হয় না
- চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো ২০১৯ সালের ১৫ মে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবি করলেও তা এখনো নিষ্পত্তি হয় নি

জবাবদিহিতা...

জবাবদিহির ঘাটতি

- নিমতলী ট্রাজেডির পর গঠিত তদন্ত কমিটি ও টাস্কফোর্সের সুপারিশের বেশিরভাগ বাস্তবায়িত হয় নি
  - তদন্ত কমিটির ১৭টি সুপারিশের মধ্যে আটটি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে; নয়টি সুপারিশ বাস্তবায়িত হয় নি
  - টাস্কফোর্সের চারটি সুপারিশের মধ্যে একটি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে; তিনটি সুপারিশ বাস্তবায়িত হয় নি
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নে দিক-নির্দেশনা ছিল না; এসব সুপারিশ কেন সম্পূর্ণ হয় নি সে সম্পর্কে জবাবদিহি করা যায় নি, বা যেসব প্রতিষ্ঠানের কাজের আওতায় এসব সুপারিশ ছিল তাদেরও জবাবদিহির কোনো দৃষ্টান্ত নেই
- টাস্কফোর্সের অধীনে গঠিত টেকনিক্যাল কমিটির সভাপতি এবং মূল সমন্বয়কারীর ভূমিকা শিল্প মন্ত্রণালয়ের; শিল্প মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক সুপারিশ বাস্তবায়ন কেন সম্পূর্ণ হয় নি সে সম্পর্কে জবাবদিহির কোনো দৃষ্টান্ত নেই
- অগ্নি-দুর্ঘটনা রোধ ও নিয়ন্ত্রণে সংশ্লি- ষ্ট দপ্তর তাদের কাজের পরিধি ও সীমাবদ্ধতার অজুহাতে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যায়; এই বিষয়ে তাদের জবাবদিহির আওতায় নেওয়া হয় না

জবাবদিহিতা...

বিচারহীনতা ও আদালতের আদেশ পালন না করা

- নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী অবৈধ গুদাম, কারখানা ও ভবন মালিকদের জবাবদিহির আওতায় না আনা - ২০১০ সালে কয়েকটি মানবাধিকার সংস্থা কর্তৃক উচ্চ আদালতে জনস্বার্থে একটি মামলা এবং ২০১৯ সালে চকবাজার থানায় একজন নিহতের সন্তান কর্তৃক ভবন ও গুদাম মালিকসহ ১২ জনকে দায়ী করে একটি মামলা দায়ের করা হয়
- নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পর উচ্চ আদালত পুরনো ঢাকার রাসায়নিকের গুদামগুলো কেন সরিয়ে ফেলা হবে না সে মর্মে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করলেও দীর্ঘ দশ বছরে সরকার কর্তৃক আদালতে কোনো জবাব দাখিল না করা
- পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় কোনো কোনো সময় দুর্নীতির মাধ্যমে আসামীদের ব্যাপারে তথ্য পাওয়া যায়নি বলে স্থানীয় থানার প্রতিবেদন পেশ; ফলে মামলা থেকে নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করতে পরিবেশ অধিদপ্তর বাধ্য হয়

অংশগ্রহণ

পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সুপারিশ বাস্তবায়নে জনসম্পৃক্ততার ঘাটতি

- ব্যবসায়ীদের অন্তর্ভুক্ত না করে পুরনো ঢাকা থেকে রাসায়নিক ব্যবসা, গুদাম ও কারখানা সরানোর পরিকল্পনা; ব্যবসা অলাভজনক হওয়া বা ক্ষতির আশংকা থেকে ব্যবসা স্থানান্তরের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ
- স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনা না করেই জনবহুল কেরানীগঞ্জ এলাকায় রাসায়নিক কারখানা ও গুদাম সরানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ; জমি অধিগ্রহণের সময় বাধার সম্মুখীন হয়ে সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়

ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে জনঅংশগ্রহণের ঘাটতি

- সংশ্লি- ষ্ট অংশীজন কর্তৃক অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করা হলেও অধিকাংশ বাড়ি, মার্কেট, দোকান ও গুদামে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি

অনিয়ম ও দুর্নীতি

- চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পরও নিয়মবহির্ভূত অর্থ, রাজনৈতিক প্রভাব এবং অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজশে ব্যবসার নাম বা ধরন পরিবর্তন করে কিছু ক্ষেত্রে রাসায়নিক ব্যবসার লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন অব্যাহত
- এসিডের লাইসেন্স বের করা কঠিন বলে এসিড আমদানিতে রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার; রাসায়নিক ব্যবসার সাথে যুক্ত না হয়েও কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতা নিজেদের নামে লাইসেন্স করে ব্যবসায়ীদের টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে

নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে অনাপত্তিপত্র/লাইসেন্স/ছাড়পত্র প্রদান বা নবায়ন	
দপ্তর	অর্থের পরিমাণ (টাকা)
পরিবেশ অধিদপ্তর	২০,০০০-৩০,০০০
বিস্ফোরক অধিদপ্তর	১,৫০,০০০-২,৫০,০০০
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	৩,০০০-১২,০০০
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	১,৫০০-১৮,০০০

- দাহ্য পদার্থ গুদাম পর্যন্ত নেওয়া হয় প্রকাশ্যেই; আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা চেক করে গাড়িপ্রতি তিনশ টাকার বিনিময়ে পরিবহন ছেড়ে দেয়

"ব্যবসায়ী সংগঠন প্রতি মাসে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাকে ২-৩ লক্ষ টাকা করে ঘুষ দিয়ে থাকে।" - একজন রাসায়নিক কারাখানা ও গুদাম মালিক

অনিয়ম ও দুর্নীতি ...

সুপারিশ বাস্তবায়নে নিয়ম অনুসরণে ঘাটতি

- তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী অবৈধ বা অননুমোদিত গুদাম চিহ্নিত করে কোনো আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ না করা
- অবৈধ বা অননুমোদিত গুদামে মাঝে-মধ্যে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা কর্তৃক তল্লাশি ও অনেক ক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়
- আবাসিক ভবনে স্থাপিত শিল্প-কারখানায় সংযোগ প্রদান, নির্ধারিত বিদ্যুতের লোড অনুযায়ী অনুমোদিত পদ্ধতিতে ওয়্যারিং করানো এবং তা চেক করে ছাড়পত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়
- টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ (গুদামের সামনের রাস্তা ৬-৯ মিটার প্রশস্ত, বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে পাঁচ মিটার গুদামের দূরে অবস্থান, আবাসিক এলাকা ও ভবন বা বহুতল ভবনে রাসায়নিক মজুদের লাইসেন্স না দেওয়ার আদেশ) কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন না হওয়া

অনিয়ম ও দুর্নীতি ...

রাজনৈতিক প্রভাব

- স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনীতিক ও জনপ্রতিনিধি রাসায়নিকের ব্যবসার সাথে জড়িত, যার সুবিধাভোগী কিছু কিছু বাড়ির মালিক, ব্যবসায়িক সমিতি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার একাংশ ও অনেক বড় বড় কোম্পানি; তাদের পক্ষ থেকে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাধা দান
- অনেক মার্কেটের মালিক রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হওয়ায় তাদের মার্কেটে থাকা রাসায়নিক গুদাম সরাতে কোনো কর্তৃপক্ষ সাহস পায় না
- টাস্কফোর্স কর্তৃক অবৈধ গুদাম, কারখানা চিহ্নিত ও বন্ধ করার অভিযান সর্ম্পকে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে ও মেয়রের নিকট অভিযোগ - এর ভিত্তিতে অভিযান কার্যক্রম স্তিমিত

প্রাতিষ্ঠানিক দীর্ঘসূত্রতা

- অবৈধ স্থাপনা বা স্থাপনার অবৈধ ব্যবহার বন্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে রাজউককে ‘যথাযথ’ নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে হয়

> “পুরো চকবাজার সিন্ডিকেটের অধীনে আছে। তাই এখানে মোবাইল কোর্ট আসলে তারা এমপি’র শেল্টার পায়। আগুন লাগার ব্যাপারে এখানে কেউ কথা বলতে চাইবে না। কারণ রাজনৈতিক বিপদ আছে।”

- একটি প্রিন্টিং প্রেসের মালিক

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো নির্দেশকের ক্ষেত্রেই সুশাসনের ঘাটতি ছিল, যার কারণে পুরনো ঢাকায় নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি
- সরকার ও সংশ্লি- ষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজেদের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা প্রতিপালন না করা; একইসাথে আদালতের অবমাননা
- পুরনো ঢাকা থেকে রাসায়নিক গুদাম সরিয়ে নেওয়ার আশ্বাস এখন পর্যন্ত বাস্তবের মুখ দেখতে ব্যর্থ - স্থানান্তরে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি
- কতিপয় প্রভাবশালীর অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থের গুদাম, কারখানা ও ব্যবসা টিকিয়ে রাখা
- অগ্নি-দুর্ঘটনাকে দুর্যোগ হিসেবে যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া - অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় বাজেট ও পরিকল্পনা না থাকা
- দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানকে যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া - ক্ষতিপূরণের জন্য কোনো নীতিমালা এখন পর্যন্ত তৈরি না করা; অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায্যতার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার প্রবণতা
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ের অভাবে অগ্নি-দুর্ঘটনা প্রতিরোধে উদ্যোগ গ্রহণে ঘাটতি ও দীর্ঘসূত্রতা - সময় ও অর্থের অপচয়
- অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে অংশগ্রহণ ও সমন্বিত কার্যক্রমের উদ্যোগ না থাকলে নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী

সুপারিশ

১. যেকোনো দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে

২. সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে রাসায়নিক বিপর্যয় রোধে জাতীয়ভাবে একটি রাসায়নিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন এবং রাসায়নিক নিরাপত্তা বিষয়ে নির্দেশিকা তৈরি ও নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে

৩. এলাকাবাসী ও ব্যবসায়ীদের অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি সম্পর্কে বোঝাতে হবে এবং পুরনো ঢাকা থেকে রাসায়নিক গুদাম, কারখানা ও ব্যবসা সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে

৪. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সরাসরি তদারকির মাধ্যমে রাসায়নিক কারখানা ও গুদাম সরকার নির্ধারিত স্থানে স্থানান্তর নিশ্চিত করতে হবে

৫. ঝুঁকিপূর্ণ ও অবৈধ কারখানা চিহ্নিত করে সেগুলো বন্ধ করতে হবে অথবা অন্তবর্তীকালীন পদক্ষেপ হিসেবে স্বল্পমেয়াদী সময় দিয়ে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানান্তরে রাজি না হলে এসব কারখানার সব ইউলিটি বন্ধ করতে হবে

সুপারিশ ...

৬. তদন্ত কমিটি ও টাস্কফোর্সের সুপারিশ বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতার জন্য এবং আদালত অবমাননাকারী দায়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে

৭. পুরনো ঢাকার অগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করতে হবে। ভবনগুলোতে নিজস্ব অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি বহির্গমন ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। পর্যাপ্ত সংখ্যক ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন করতে হবে

৮. রাসায়নিক গুদাম ও কারখানা প্রতিষ্ঠার লাইসেন্স প্রক্রিয়া বাধ্যতামূলক ও স্বচ্ছ করতে হবে

৯. আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে জবাবদিহি নিশ্চিত করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজউক, কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা আইনে নিশ্চিত করতে হবে

১০. পুরনো ঢাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি নিরসনে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নেতৃত্বে একটি বিশেষ ইউনিট তৈরি করতে হবে

ধন্যবাদ

নিমতলী ট্রাজেডির পর তদন্ত কমিটি প্রদত্ত সুপারিশ

সুপারিশসমূহ	
১. আবাসিক এলাকা থেকে গুদাম বা কারখানা সরানো ২. অনুমোদনহীন কারখানার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ৩. আইন ও বিল্ডিং কোড অনুযায়ী ভবন নির্মাণ ৪. লাইসেন্স প্রদানে তদারকি বৃদ্ধি ৫. আবাসিক এলাকায় রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থের মজুদ ও বিক্রি বন্ধে জনমত তৈরি ৬. স্থানীয়ভাবে ফায়ার হাইড্রেন্ট পয়েন্ট স্থাপন ৭. আবাসিক এলাকায় রাসায়নিক মজুদ বা বিক্রি নিষিদ্ধ করা ৮. বৈদ্যুতিক তারের গুণগত মান নিশ্চিত করা ৯. খোলা তারের ব্যাপারে সাবধানতা তৈরি	১০. ট্রান্সফরমার সরেজমিনে পরীক্ষা করা ১১. দুর্ঘটনা মোকাবেলায় জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন ১২. বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি ১৩. ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা বাড়ানো ১৪. আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধি ১৫. পাঠ্যসূচিতে অগ্নিকান্ড, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসার বিষয় বাধ্যতামূলক করা ১৬. ৬২,০০০ কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক তৈরির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা ১৭. কমিউনিটি সেন্টারে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রাখা

উচ্চ আদালতের দ্বৈত বেঞ্চ কর্তৃক জারিকৃত আদেশ

- ১০ জুন ২০১০ তারিখে উচ্চ আদালতের দ্বৈত বেঞ্চ সিটি কর্পোরেশন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয়, ফায়ার সার্ভিস এবং ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনারসহ সংশ্লিষ্টদেরকে কতকগুলো আদেশ জারি করেন

কারণ দর্শানোর নোটিস

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা প্রতিরোধে

- পুরনো ঢাকার স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনজীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- অননুমোদিত ভবন নির্মাণ ও অননুমোদিতভাবে গুদাম/রাসায়নিক দ্রব্যের গুদাম/শিল্প কারখানা হিসেবে ভবন ব্যবহার
- অননুমোদিতভাবে ভবনে দাহ্য পদার্থ/পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্য বা যে কোনো ক্ষতিকর দ্রব্যের ব্যবহার

প্রতিরোধকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না সে বিষয়ে

অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ

- তিন মাসের মধ্যে
  - একটি তদন্ত কমিটি গঠন ও অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল
  - টাস্কফোর্সের মাধ্যমে ঢাকার অননুমোদিত ভবন, রাসায়নিক এবং বিস্ফোরক ও দাহ্য পদার্থের গুদাম চিহ্নিত করে প্রতিবেদন পেশ;
  - প্রয়োজনীয় স্থানে অগ্নি নির্বাপণের জন্য ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপনে কত সময় প্রয়োজন সে সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রদান
  - অগ্নি নির্বাপণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সংবাদ প্রচার মাধ্যমে গৃহীত ব্যবস্থার প্রতিবেদন পেশ
- ছয় মাসের মধ্যে অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্র স্থাপন এবং অগ্নিকাণ্ডের সময় জরুরী বহির্গমন পথ নিশ্চিত করার প্রতিবেদন প্রদান